মাদারীপুর এর দেলোয়ার হোসেনকে র‍্যাব সদস্য ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

২৩ জুন ২০১১ রাত আনুমানিক ৯.৩০টায় মাদারীপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর কলাতলা মহল্লার বাসিন্দা বন্দে আলী মিয়া ও সোনাভান বিবির ছেলে ভাঙ্গারী ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেনকে (৩০) সদর উপজেলার মোস্তফাপুর এলাকার গাছবাড়ীয়া বাজারের খেয়াঘাট থেকে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যায় বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে।

দেলোয়ারের পরিবার জানায়, দেলোয়ারকে যারা ধরে নিয়ে যায় তারা যাবার সময় র‍্যাব এর পরিচয়পত্র দেখায়। এ সময় খেয়াঘাটে অবস্থানরত ব্যক্তিরা দেলোয়ারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি দেখলেও র‍্যাব সদস্যদের পরিচয় পেয়ে তারা আর বাধা দিতে এগোয়নি।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- দেলোয়ারের আত্মীয়-স্বজন এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ দেলোয়ার হোসেন

শারমীন আক্তার মীনা (২৫), দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী

শারমীন আক্তার মীনা অধিকারকে জানান, ২৩ জুন ২০১১ রাত আনুমানিক ১০.০০টায় পূর্ব পরিচিত এক লোকের কাছে শুনতে পান, তাঁর স্বামী রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় মোস্তফাপুর এলাকার গাছবাড়ীয়া খেয়াঘাটে ছিলেন। এ সময়ে কয়েকজন লোক তাঁর স্বামীকে ধরে মুখ কালো কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যায়। তখন সেখানে অবস্থানকারী লোকজন জানতে চায়, তারা কেন দেলোয়ারকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তখন ঐ লোকগুলো নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের পরিচয়পত্র দেখায়। র‍্যাব সদস্যদের পরিচয় পেয়ে কেউ আর বাধা দেয়নি।

এ খবর পেয়ে তিনি মাদারীপুর থানায় যেয়ে জেনারেল ডায়েরী (জিডি) করতে চাইলে থানার পুলিশ তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি এরপর মাদারীপুর র‍্যাব কার্যালয়ে গেলে র‍্যাব সদস্যরা দেলোয়ারকে গ্রেপ্তার করেনি বলে জানায়। তিনি আরো জানান, তাঁর স্বামীর নামে বিভিন্ন থানায় কয়েকটি মামলা ছিল।

ফরিদা ইয়াসমীন মুন্নী (২৪), দেলোয়ারের বোন

ফরিদা ইয়াসমীন মুন্নী অধিকারকে জানান, ২৩ জুন ২০১১ দেলোয়ার ব্যবসায়ীক কাজে মোস্তফাপুর এলাকায় গাছবাড়ীয়া বাজারে গিয়েছিলেন। রাত আনুমানিক ১০.০০টায় এলাকার লোক জনের কাছে জানতে পারেন, বাজার থেকে ফেরার পথে কয়েকজন লোক তাঁর ভাইকে ঝাপটে ধরে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। তখন কি কারণে দেলোয়ারকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেখানকার লোকজন তা জানতে চাইলে দেলোয়ারকে ধরতে আসা ব্যক্তিরা নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের পরিচয়পত্র উপস্থিত লোকদের দেখায়। এরপর তিনি তাঁর ভাইকে খুঁজতে মাদারীপুর র‍্যাব কার্যালয়ে যান। কিন্তু গেটের দায়িত্বে থাকা র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে বলেন, দেলোয়ার নামে কোন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাঁকে র‍্যাব কার্যালয়েও ঢুকতে দেয়া হয়নি।

গোপাল চন্দ্র দাস (৭০), গাছবাড়িয়া খেয়াঘাটের মাঝি

গোপাল চন্দ্র দাস অধিকারকে জানান, তিনি স্থানীয় লোকজনের কাছে শুনেছেন ২৩ জুন ২০১১ রাত আনুমানিক ৯.৩০টায় কয়েকজন লোক দেলোয়ারকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

সেকেন্দার বেপারী (২৭), গাছবাড়ীয়া বাজার খেয়াঘাটের ব্যবসায়ী

সেকেন্দার বেপারী অধিকারকে জানান, ২৪ জুন ২০১১ সকাল বেলা ঘাটের পাড়ে গিয়ে লোকের মুখে শুনেছেন, তাঁর পূর্ব পরিচিত দেলোয়ারকে রাতে কয়েকজন লোক অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক, র‍্যাব কার্যালয়, মাদারীপুর

ক্যাপ্টেন মোঃ সিরাজুল ইসলাম অধিকারকে জানান, দেলোয়ার হোসেন অপহরণ হওয়ার বিষয়টি তিনি লোকমুখে শুনেছেন। এ পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ না পেলেও তিনি তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান খান, সেকেন্ড অফিসার, মাদারীপুর থানা

এসআই মাসুদুর রহমান খান অধিকারকে জানান, শান্তিনগর কলাতলা মহল্লার দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী শারমীন আক্তার মীনা একদিন থানায় আসে এবং তাঁকে জানান, তাঁর স্বামীকে র‍্যাব সদস্য পরিচয়ে কয়েকজন লোক গাছবাড়ীয়া বাজারের খেয়াঘাট থেকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি তখন ঐ এলাকায় খোঁজখবর নিয়ে ঘটনার কোন সত্যতা পাননি। তাছাড়া শারমীন আক্তার মীনা কোন মামলা বা জিডি করার ব্যাপারে তাঁকে কিছুই বলেননি।

এসআই মাসুদুর রহমান খান আরো বলেন, অপহৃত দেলোয়ার হোসেন একজন তালিকাভুক্ত আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সদস্য। তাঁর বিরুদ্ধে ফরিদপুরের নগরকান্দা, সদরপুর, শরিয়তপুরের নড়িয়া, মাদারীপুর এবং বরিশালের কোতোয়ালী ও আগৈলঝরা থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি জানান, এলাকার মধ্যে দেলোয়ার একটি দুর্বৃত্ত গ্রুপের মদদদাতা ছিল। দেলোয়ার এলাকায় বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গেও জড়িত ছিল।

উপপরিদর্শক (এসআই) শ্যামলেন্দু ঘোষ, ওয়ারেন্ট অফিসার, মাদারীপুর থানা

এসআই শ্যামলেন্দু ঘোষ অধিকারকে বলেন, দেলোয়ার হোসেনকে এলাকার মানুষ ড্যাটা ডাকাত নামে চেনে। ড্যাটার নামে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানায় একটি মামলা যার নম্বর ১২; তারিখঃ ১৬/১০/২০০৯। ধারা-৩৯৫/৩৯৭/৪১২/৪১৩/১০৯ দ-বিধি।

মাদারীপুর সদর থানায় দুইটি মামলা রয়েছে। তার মধ্যে অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত মাদারীপুর, দায়রা মামলা নম্বর ২২/২০০৬; ধারা-৩৯৫/৩৯৭ দ-বিধি এবং মাদারীপুর সদর থানার মামলা নম্বর ২; তারিখঃ ২/১১/২০১০। ধারা-৩৯৫/৩৯৭ দ-বিধি। প্রতিটি মামলার চার্জশীটে ড্যাটার নাম থাকায় ড্যাটার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে।

অধিকার তথ্যানুসন্ধানকালে র‍্যাব সদস্য, পুলিশ সদস্য এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তব্য গ্রহণ করেন। স্থানীয়দের বক্তব্য থেকে জানা যায়, র‍্যাব সদস্যরা তাদের পরিচয়পত্র উপস্থিত জনসাধারণকে

দেখিয়ে সবার সামনে থেকে দেলোয়ারকে ধরে নিয়ে যায়। অথচ র‍্যাব সদস্যরা বলছে, দেলোয়ার নামে কাউকে তারা গ্রেপ্তার করেনি। দেলোয়ারের স্ত্রী জিডি অথবা মামলা করতে চাইলে মাদারীপুর থানা পুলিশ তা গ্রহণ করেনি। বরং মাদারীপুর থানার এসআই মাসুদুর রহমান খান বলেন, দেলোয়ার উক্ত থানার তালিকাভূক্ত আসামী। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত দেলোয়ারের কোন খোঁজ তাঁর পরিবার পায়নি।

অধিকার নিখোঁজ দেলোয়ারকে উদ্ধার করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-